https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ক্যান্ডল

বিবরণ 2016

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

এই রোগ কিভাবে নির্ণয় সনাক্ত করা হয়?

প্রথমেই বাচ্চার লক্ষন সমূহ দেখে ক্যান্ডল সম্পর্কে ধারনা করা হয়। জিনগত বিশ্লেষন এর মাধ্যমেই কেবল ক্যান্ডল রোগটিকে শনাক্ত করা যায়। ক্যান্ডল নিশ্চিতভাবে নির্ণয় হয় তখনই যখন দুটো জিনই মিউটেট থাকে। জিনগত বিশ্লেষন সব তৃতীয় স্তরের সেবা দান কারী নাও থাকতে পারে।

কি কি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আছে?

রক্ত পরীক্ষা যেমন-ই এস আর, সিআরপি, রক্ত কণিকা সমূহের সংখ্যা, ফিব্রিনোজেন করা হয় রোগে প্রদাহের মাত্রা এবং রক্ত শূন্যতা দেখার জন্য। লিভার আক্রান্ত কিনা দেখার জন্য লিভার এর পরীক্ষা করা হয়। পর্যায় ক্রমে এই পরীক্ষাগুলো বারবার করা হয়, যে গুলো স্বাভাবিক হয়েছে কিনা বা স্বাভাবিকের কাছাকাছি এসেছে কিনা। জেনেটিক এনালাইসিসের জন্য অল্প পরিমান রক্তের দরকার হয়।

এটা কি চিকিৎসা প্রতিকার করা সম্ভব?

ক্যান্ডল এর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয় কারন এটা বংশগত/জিনগত

চিকিৎসা কি কি?

ক্যান্ডেল সিন্ড্রোম এর জন্য কোন কার্যকারী চিকিৎসা নেই। উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েড (১-২ মিগ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রতিদিন) ব্যবহারে কিছু উপসর্গের উপসম হয় যেমন-চামড়ার দানা, জ্বর, গিড়া ব্যাথা। কিন্তু দানা মাত্রা কমানো শুরু হয় তখনই উপসর্গ সমূহ কি পুনরায় ফিরে আসে। টিএনএফ আলফা বাধা দানকারী ঔষধ এবং ওখ-১ (এনাকিনরা) ব্যবহারে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে সাময়িক উন্নতি গিয়েছে অন্যদের ক্ষেত্রে বরং বেড়েছে। টসিলিজুমাভ ব্যবহারে কিছু উন্নতি দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্ষমূলক ভাবে জ্যাক কাইনেজ বাধা দানকারী ঔষধ টফসিটিনিভি ব্যবহারিত হয়ে চলছে।

ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো কি?
কর্টিকোস্টেরয়েডের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বেড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনোভাব উঠানামা করা। অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহার করলে শারিরীক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস হতে পারে।
কর্টিকোস্টেরয়েডের সম্ভাব্য র্পাশ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বেড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনোভাব উঠানামা করা। অনেকে র্দীঘ সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহার করলে শারর্রীক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস হতে পারে।

কত দিন চিকিৎসা করতে হবে?
চিকিৎসা চলবে সারাজীবন

অগতানুগতিক বা পরিপুরক চিকিৎসাগুলো কি?
ক্যানডেল সিনড্রোম এর ক্ষেত্রে এধরনের কোন চিকিৎসার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি।

কতদিন পরস্পর চেক-আপ করাতে হবে?
এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাদেরকে অসুখটি নিয়ন্ত্রনের রাখার এবং ঔষুধের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত (বছরে কমপক্ষে ৩ বার) শিশু বারজ্বর বিশেষেষণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বছরে অন্তত দুবার রক্ত ও প্রসাব পরীক্ষা করাতে হবে।

কতদিন পর্যন্ত এই রোগ থাকবে?
ক্যানডেল একটি জীবনব্যাপী অসুখ। যাহোক, অসুখের মাত্রা উঠা নামা করতে পারে।

দীর্ঘময়োদী পরিনতি কি?
আয়ু কমে যেতে পারে, বিভিন্ন অঙ্গের প্রদাহের ফল হিসেবে মৃত্যুও হতে পারে। যেহেতু আক্রান্ত শিশুদের শিশুদের কর্মক্ষমতা কমে যায়। জ্বর, ব্যাথা এবং ঘনঘন মারাত্œক প্রদাহের কারনে জীবনযাপনের গুনগত মান কমে যায়।

সম্পূর্ণ নিরাময় কি সম্ভব?
না, সম্ভব নয়, কেননা এটি জিনিগত রোগ